ডাক দিয়ে যাই তোমায়

হে মুসলিম তরুণ

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

তারুণ্যের সময়টা জীবনের সবচেয়ে দামি সময়। কারণ, এ সময়টা নিজেকে গড়ার সময়; জীবনের লক্ষ্য বুঝে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময়। ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহের সর্বোকৃষ্ট মৌসুম এটা। এ সময়টাতে যে সঠিক দিকনির্দেশনা পায়, আল্লাহর তাওফিকে সে সঠিক পথে এগিয়ে যায়। দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের সাফল্য লাভের প্রয়াসে যাবতীয় কল্যাণকর ও নেক কাজে মশগুল থাকে সে।

পক্ষান্তরে যে এ সময় নফসের কামনাবাসনার জালে বন্দী হয়ে পড়ে কিংবা জিন শয়তান, মানব শয়তানদের পাল্লায় পড়ে, সে হারিয়ে যায় ভ্রষ্টতার ঘোর অমানিশায়। পার্থিব ভোগবিলাস আর সাময়িক ফুর্তির তালাশেই সে মেতে রয়। তার কাছে জীবন মানে অবাধ যৌনাচার, খেলতামাশা আর নেশা-উন্মাদনায় মত্ত থাকা। পাশ্চাত্যের নিকৃষ্ট জীবনাচার তার কাছে মনে হয় সর্বসেরা। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ আমাদের মুসলিম সমাজের তরুণ-যুবাদের মাঝেও এ ভয়ানক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

প্রিয় মুসলিম ভাই, তুমি নিশ্চয় পরকালে বিশ্বাস করো। তুমি জানো, এ জীবনই শেষ নয়। তোমার সামনে আছে অনন্ত-অসীম এক মহাকাল। সে অসীম মহাকালের, সে চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় তোমাকে এ দুনিয়াতেই জোগাড় করে যেতে হবে। এবার তুমিই বলো... তোমার জন্য কি উচিত হবে অবাধ যৌনাচার আর মাদকের নেশায় ডুবে থাকা?! সঠিক আদর্শ ভুলে পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণে মত্ত থাকা?! নিশ্চয় না। তাহলে কী করতে হবে? তোমাকে চলতে হবে সোনালি যুগের আলোকিত মানুষের পথে। নিজের জীবনকে সাজাতে হবে প্রিয় নবিজির আদর্শ অনুসরণে। তাঁর সুন্নাহর অনুসরণে এবং ইসলামের প্রতিটি শিক্ষায় তুমি নিজেকে শোভিত করবে।

হ্যাঁ, তোমাকে সেই সুন্দর পথের দিকে আহ্বান করেই আরবের খ্যাতিমান লেখক ও দায়ি উসতাজ হাসসান শামসি পাশা রচনা করেছেন (همسة في أذن شاب) 'ডাক দিয়ে যাই তোমায় হে মুসলিম তরুণ' গ্রন্থটি। চমৎকার এ গ্রন্থে তিনি তোমাকে শেখাবেন কৈশোর ও যৌবনের উর্বর দিনগুলোতে কীভাবে কল্যাণ ও সাফল্যের সোনা ফলাতে হয়। এতে তুমি পাবে কৈশোর ও যৌবনের প্রতিটি সংশয় ও প্রশ্নের চমৎকার জবাব।

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে আমাদের তরুণ সমাজসহ সত্যান্বেষী সকলের জন্য হিদায়াতের দিশা লাভের অসিলা হিসেবে কবুল করুন (আমিন)।

- আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. হাসসান শামসি পাশা সিরিয়ার একজন বিখ্যাত দায়ি। বিরল মেধা ও বহু প্রতিভার অধিকারী এই লেখক পেশায় একজন ডাক্তার। জন্মগ্রহণ করেছেন সিরিয়ার হিম্‌স শহরে ১৯৫১ সালে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা জন্মস্থান হিমস শহরেই শেষ করেন। তারপর তিনি হালব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে তিনি অনার্স শেষ করেন। মেধা তালিকায় তিনি শীর্ষ পাঁচ জনের অন্যতম ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারনাল মেডিসিন বিষয়ে মাস্টার্স করেন। তার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'কার্ডিওমায়োপ্যাথি।' এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্রিটেনে যান।

ব্রিটেন থেকে ফিরে তিনি সৌদি আরবের জিদ্দায় কিং ফাহাদ সামরিক হাসপাতালে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় তিনি পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। আরবের বিখ্যাত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। হৃদরোগ, স্বাস্থ্যবিধি, নববি চিকিৎসা, ইতিহাস, সাহিত্য, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অর্ধশতাধিক।

তারবিয়াহ, আত্মশুদ্ধি, প্যারেন্টিং, দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি নিয়ে তার লেখা বিখ্যাত বইগুলো হলো :

- أسعد نفسك وأسعد الآخرين
- كيف تربي أبناءك في هذا الزمان
- همسة في أذن شاب
- همسة في أذن فتاة
- سهرة عائلية في رياض الجنة
- عندما يحلو المساء
- همسة في أذن زوجيين

ড. হাসসান শামসি পাশা একজন শক্তিমান লেখক ও দায়ি। কলমের দক্ষ কারিগরিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন গঠনের মূল্যবান সব দিকনির্দেশনা। মুসলিম তরুণ ও তরুণীদের দ্বীনি তারবিয়াহর প্রতি তিনি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মনের মাধুরি মিশিয়ে তিনি লিখে গেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। তার প্রতিটি আলোচনা আবর্তিত হয়েছে কালামুল্লাহ বা হাদিসে রাসুলকে ঘিরে। তার লেখার ভাঁজে ভাঁজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দ্বীনি ভাবধারা ও আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়াস।

উসতাজ ড. পাশা এখনো তার দায়িসুলভ লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

- রফিকুল ইসলাম

প্রকাশক, রুহামা পাবলিকেশন।

সূচিপত্র

ভূমিকা ┋ ১৭

প্রথম অধ্যায় : কয়েকজন আদর্শ যুবকের কালজয়ী অবস্থান ┋ ৩১

এক. আদমের সন্তানদ্বয় ┋ ৩১

দুই. আমাদের সাথে আরোহণ করো ┋ ৩২

তিন. আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালন করুন ┋ ৩৩

চার. শক্তিশালী সচ্চরিত্র যুবক ┋ ৩৩

পাঁচ. রাসুল ﷺ-এর যুবক সাহাবিগণ ┋ ৩৪

ছয়. জিহাদে যাওয়ার প্রতিযোগিতা ┋ ৩৬

সাত. কতিপয় যুবকের দৃঢ়তার গল্প ┋ ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায় : যুবকদের অহেতুক কর্মকাণ্ড ┋ ৪২

এক. মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকা ┋ ৪২

দুই. যুবসমাজ এবং গাড়ি ┋ ৪৩

তিন. যুবসমাজ এবং ইন্টারনেট ┋ ৪৫

চার. যুবসমাজ এবং ইলেকট্রনিক গেইমস ┋ ৪৫

পাঁচ. যুবসমাজ এবং পর্নোসাইট ┋ ৪৬

ছয়. যুবসমাজ এবং সাইবার ক্যাফে ┋ ৪৭

সাত. সাইবার ক্যাফে জনপ্রিয় হওয়ার কারণসমূহ ┋ ৪৮

তৃতীয় অধ্যায় : তোমার সময়কে হত্যা কোরো না ┋ ৫০

এক. সময় মহামূল্যবান নিয়ামত, তাকে ধ্বংস করে দিয়ো না ┋ ৫০

দুই. খেলাধুলা ও নাচগান ┋ ৫১

তিন. যে ক্ষণগুলোর জন্য আফসোস করতে হবে ┋ ৫৩

চার. তোমার প্রকৃত বয়স ⁞ ৫৫
পাঁচ. হীনম্মন্যতায় ভোগো না ⁞ ৫৬
ছয়. গড়িমসি করা থেকে দূরে থাকো ⁞ ৫৬
সাত. সময়কে কাজে লাগানোর কিছু বাস্তব চিত্র ⁞ ৫৮
আট. সময়কে কাজে লাগাও ⁞ ৫৯
নয়. কীভাবে জীবনের প্রতিটি মিনিটকে উপকারী কাজে ব্যয় করবে? ⁞ ৬১
চতুর্থ অধ্যায় : অন্তর্বর্তীকালীন সময় কাটানোর ব্যাপারে নির্দেশনা ⁞ ৬৬
এক. উপযুক্ত সফরসঙ্গী নির্বাচন করো ⁞ ৬৭
দুই. অবসর সময় যেভাবে কাটাবে ⁞ ৬৮
পঞ্চম অধ্যায় : একজন উপকারী বন্ধু খোঁজো ⁞ ৭২
এক. নিষ্ঠাবান ও উপকারী বন্ধু নির্বাচন করো ⁞ ৭২
দুই. কিছু বন্ধু স্বীয় বন্ধুদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় ⁞ ৭৪
তিন. ফ্রেন্ডসার্কেল ⁞ ৭৭
চার. অধিক লোকের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না ⁞ ৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে জরুরি উপদেশ ⁞ ৭৯
এক. ইসলাম বনাম প্রেম-ভালোবাসা ⁞ ৭৯
দুই. প্রেম-ভালোবাসা আল্লাহর পরীক্ষা ⁞ ৮০
তিন. যুবসমাজের ব্যাধি ⁞ ৮২
চার. মন্দ পথের দায়ি ⁞ ৮৫
পাঁচ. আবেগকে একদম হত্যা করে ফেলো না; বরং পরিমার্জন করো ⁞ ৮৬
ছয়. এই রোগের প্রতিষেধক কী? ⁞ ৮৯
সাত. জিনা-ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার উপায় ⁞ ৯৭
আট. অবাধ মেলামেশা যৌন অপরাধ বন্ধের সমাধান নয় ⁞ ৯৯

নয়. যৌনতায় মত্ত হয়ে যাওয়া ব্যক্তি যৌনতা নিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না ⁞ ৯৯

দশ. 'ধাক্কার বদলে ধাক্কা, তুমি বাড়ালে ভিস্তিওয়ালাও বাড়াত!' ⁞ ১০১

সপ্তম অধ্যায় : উপযুক্ত স্ত্রী নির্বাচন করো ⁞ ১০৩

এক. নেককার মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করো ⁞ ১০৩

দুই. দ্বীনদার নারীর গুণাবলি ⁞ ১০৪

তিন. প্রেম-ভালোবাসাই কি বিয়ের ভিত্তি? ⁞ ১০৭

চার. বিয়েপূর্ববর্তী প্রেম ⁞ ১০৮

পাঁচ. আহলে কিতাব (বিশ্বাসী ইহুদি-খ্রিষ্টান) মেয়ে বিয়ে করা ⁞ ১১০

ছয়. বিয়ের অনুষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় খরচ ⁞ ১১২

অষ্টম অধ্যায় : তোমার স্ত্রীকে সুখী রাখো ⁞ ১১৪

এক. তোমার স্ত্রীকে কীভাবে খুশি রাখবে, তার কয়েকটি টিপস ⁞ ১১৬

নবম অধ্যায় : যুবসমাজ কেন পথচ্যুত হচ্ছে? ⁞ ১২১

এক. আমাদের যুবসমাজের কবিরা গুনাহসমূহ ⁞ ১২৩

দুই. যুবসমাজ কেন পথচ্যুত হচ্ছে? ⁞ ১২৩

তিন. আমাদের যুবসমাজ সব বিষয়ে পশ্চিমাদের অনুসরণ করতে চায় ⁞ ১২৪

চার. প্রবৃত্তির ফাঁদে পতিত হলে রেহাই নেই ⁞ ১২৫

পাঁচ. ওরা সুখী নয় ⁞ ১২৬

ছয়. গুনাহ প্রকাশ করা ⁞ ১২৭

সাত. দুনিয়া বিলাসিতা ও গানবাজনায় মজে থাকার জন্য নয় ⁞ ১২৮

আট. নিজের ইজ্জত-সম্ভ্রমের মতো অপর ভাইদের ইজ্জত-সম্ভ্রমও হিফাজত করো ⁞ ১৩০

নয়. তোমার হৃদয় তোমার দেহের দুর্গ ⁞ ১৩১

দশম অধ্যায় : জিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না ⁞ ১৩২

এক. রাসুলের কাছে এক যুবকের জিনার অনুমতি তলব! ⁞ ১৩৪

দুই. চারিত্রিক সংযম ও নিষ্কলুষতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ⁞ ১৩৬

তিন. ব্যভিচার যেসব দুর্যোগ বয়ে আনে ⁞ ১৩৮

প্রথম পর্ব : এইডস : একটি বৈশ্বিক মহামারি ⁞ ১৩৯

দ্বিতীয় পর্ব : যৌন সংক্রামক রোগব্যাধি ⁞ ১৪৭

তৃতীয় পর্ব : সমকামিতা ⁞ ১৫৬

চতুর্থ পর্ব : একটি মারাত্মক গোপন অভ্যাস (হস্তমৈথুন) ⁞ ১৬৩

একাদশ অধ্যায় : অ্যালকোহল থেকে সাবধান! ⁞ ১৬৭

এক. অল্প পরিমাণ অ্যালকোহল সেবনে কি কিছুটা উপকারিতা আছে? ⁞ ১৭০

দ্বাদশ অধ্যায় : সব ধরনের অনুভূতিনাশক পদার্থ ও মাদকদ্রব্য থেকে সাবধান! ⁞ ১৭৩

এক. আফিম এবং আফিম দ্বারা তৈরি ড্রাগস ⁞ ১৭৫

দুই. গাঁজা, ভাং, মারিজুয়ানা ⁞ ১৭৭

তিন. উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্য ⁞ ১৭৮

চার. হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগস ⁞ ১৮০

পাঁচ. নিদ্রা আনয়নকারী ড্রাগস ⁞ ১৮০

ছয়. উদ্বায়ী দ্রাবক তথা শুঁকার ফলে মাদকতা আসে এমন পদার্থ ⁞ ১৮১

সাত. মাদকের প্রভাব ⁞ ১৮১

আট. মাদকাসক্তি থেকে ফিরে আসা এক যুবকের মায়ের উদ্দেশে আবেগঘন চিঠি ⁞ ১৮২

নয়. আপনার ছেলেকে মাদকাসক্তি থেকে কীভাবে রক্ষা করবেন? ⁞ ১৮৫

এয়োদশ অধ্যায় : ধূমপান থেকে সাবধান! ⁞ ১৮৭

এক. ধূমপানের ক্ষতিকর কারণগুলো কী কী? ⁞ ১৮৭

দুই. তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিদিন কী পরিমাণ সিগারেট তৈরি করে? ┆ ১৯০

তিন. মুয়াসসাল, জারাক ও শিশা ┆ ১৯১

চার. যে উপদেশসমূহ তোমাকে ধূমপান ছাড়তে সহায়তা করবে ┆ ১৯৪

চতুর্দশ অধ্যায় : তাওবা করতে আগ্রহী যুবকের উদ্দেশে নসিহত ┆ ১৯৫

এক. তোমার জন্য আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই ┆ ১৯৬

দুই. একটি সত্য ঘটনা ┆ ১৯৬

তিন. তাওবার পরে পুনরায় পাপ করার আকাঙ্ক্ষা ┆ ১৯৯

চার. নিজেকে ভালো আমলের অযোগ্য মনে করা ┆ ২০০

পাঁচ. অন্যের তাওবা নিয়ে মজা করা ┆ ২০১

ছয়. মালিক বিন দিনারের তাওবা ┆ ২০২

পঞ্চদশ অধ্যায় : ইমান সম্পর্কে উপদেশ ┆ ২০৭

এক. জান্নাত ও জাহান্নামের রাস্তা ┆ ২০৭

দুই. মহাজাগতিক আইন ┆ ২০৯

তিন. নেক আমল নিয়ে আত্মপ্রবঞ্চিত হওয়া ┆ ২১১

চার. দ্বীন ও দুনিয়া ┆ ২১১

পাঁচ. রিয়া (লোক-দেখানোর জন্য ইবাদত-বন্দেগি) থেকে বেঁচে থাকো! ┆ ২১৫

ছয়. তোমার আমল তোমার ইমানের প্রমাণ ┆ ২১৬

সাত. আমল ও ইখলাস ┆ ২১৯

আট. দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশ ভুলে যেয়ো না ┆ ২২০

নয়. সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো ┆ ২২২

দশ. মনের ঐশ্বর্য ┆ ২২৩

এগারো. ভালো কাজ করো ┆ ২২৪

বারো. ইমানের মিষ্টতা অনুভব করার উপায় ⁞ ২২৬

ষোড়শ অধ্যায় : আত্মশুদ্ধি ও পরিবর্তন ⁞ ২৩৪

এক. আত্মশুদ্ধি ⁞ ২৩৪

দুই. প্রকৃতির পরিবর্তনের আইন ⁞ ২৩৯

তিন. পরিবর্তনের অর্থ ⁞ ২৪২

সপ্তদশ অধ্যায় : দুনিয়াবিমুখতা ⁞ ২৪৫

এক. দুনিয়াবিমুখতার স্বরূপ ⁞ ২৪৬

অষ্টাদশ অধ্যায় : চরমপন্থীদের উদ্দেশে নসিহত ⁞ ২৪৯

এক. পরিবর্তিত মানুষ হও ⁞ ২৫০

দুই. তাকফিরের (কাফির আখ্যা দেওয়া) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না ⁞ ২৫৬

তিন. অন্যায় প্রতিহতকরণ ⁞ ২৫৩

ঊনবিংশ অধ্যায় : তুমি কি মাতাপিতার সাথে সদাচারী? ⁞ ২৫৬

এক. মাকে ভুলে তাকাও কো না ⁞ ২৫৭

দুই. পিতাকে ভুলে থেকো না ⁞ ২৫৮

তিন. কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ ⁞ ২৬১

বিংশ অধ্যায় : সমাজের লোকদের সাথে যেভাবে আচরণ করবে ⁞ ২৬৩

এক. জিহ্বা সংযত রাখো ⁞ ২৬৩

দুই. আচার-ব্যবহারে নম্রতা অবলম্বন করো ⁞ ২৬৪

তিন. নিচু স্বরে কথা বলো ⁞ ২৬৬

চার. পরিবারের লোকদের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন হবে? ⁞ ২৬৭

পাঁচ. বিনম্র হও ⁞ ২৬৯

ছয়. অন্যের মানহানি করা থেকে বিরত থাকো ⁞ ২৭০

সাত. দৃষ্টির হিফাজত করো ⁞ ২৭২

আট. মিথ্যা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকো ⁞ ২৭৩
একবিংশ অধ্যায় : ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম ⁞ ২৭৫
এক. যখন তুমি পশ্চিমা দেশে বসবাস করো ⁞ ২৭৯
দ্বাবিংশ অধ্যায় : কাজ সম্পর্কিত উপদেশ ⁞ ২৮১
এক. নবিগণের কাজ ⁞ ২৮১
দুই. সাহাবিগণের কাজ ⁞ ২৮১
তিন. তোমার চাকুরি তোমার কাছে আমানত ⁞ ২৮৩
চার. বেকার থেকো না ⁞ ২৮৪
এয়োবিংশ অধ্যায় : যে জাতির শুরু 'পড়ো' দিয়ে,
তারা পড়তে ভুলে গেছে ⁞ ২৮৬
চতুর্বিংশ অধ্যায় : আরবি ভাষাকে সহযোগিতা করো ⁞ ২৮৯
এক. জাপানে আমেরিকার ভুল ⁞ ২৮৯
দুই. আরবি ভাষার ওপর আঘাত ⁞ ২৯০
তিন. ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ⁞ ২৯২
পঞ্চবিংশ অধ্যায় : সংশয় মোকাবিলা সম্পর্কিত উপদেশ ⁞ ২৯৪
এক. ইসলামি মূল্যবোধের ওপর আঘাত ⁞ ২৯৪
দুই. রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারে সংশয় ⁞ ২৯৭
তিন. আপডেট এবং ওয়েস্টার্নাইজেশন ⁞ ২৯৯
চার. সেক্যুলারিজম কী? ⁞ ৩০১
পাঁচ. ইসলাম কি জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে বিঘ্নিত করে? ⁞ ৩০৩
ছয়. তাকদির ⁞ ৩০৭

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

একটি শিশু যখন কৈশোরে পদার্পণ করে, তখন শান্তশিষ্ট, মা-বাবা ও শিক্ষকদের অনুগত শিশু সত্তার স্থলে একটি দীর্ঘদেহী, মেধাবী, আবেগপ্রবণ, নিজের ওপর মাতাপিতা ও স্কুলসহ সব পক্ষের কর্তৃত্ববিদ্রোহী একটি যুবক সত্তা জায়গা করে নিতে খুব বেশি সময় নেয় না।

অতঃপর তার মাঝে জন্ম নেয় যৌনশক্তি, যা চিন্তা ও অনুভূতির পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে তোলে। ঠিক এ সময়েই তার মাঝে ধর্মীয় প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, একটি মানবমানসে ১০-২৫ বছরের মধ্যে ধর্মীয় প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী স্টারবাক বলেন, 'যদি ব্যক্তির মাঝে বিশ বছরের পূর্বে ধর্মীয় প্রবৃত্তি না জাগে, এর পরে জাগার সম্ভাবনা কম।'

স্ট্যানলি হল চল্লিশ হাজার মানুষের অবস্থা পর্যক্ষেণ করে দেখেছেন যে, অধিকাংশের মাঝে ধর্মীয় প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে ১৬ বছরের মধ্যে।

সুতরাং এ সময়টি তারুণ্যের সবচেয়ে স্পর্শকাতর সময়। কারণ, এ বয়সেই তার ধর্মীয় চিন্তা ও জীবনদর্শন গড়ে ওঠে।

কথা এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা সমাজে প্রসার লাভ করা ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়েও তরুণরা বয়সের এই সময়ে আক্রান্ত হয়। ফলে এ সময়ে তরুণরা ধর্ম ও জীবনদর্শন সম্পর্কে সঠিক ধারণা না পেলে ধর্ম সম্পর্কে বিরাট ভুল ধারণা নিয়ে তারা বড় হয়ে উঠবে।

সুতরাং আমাদের যুবসমাজের কী গতি হবে,

যদি তাদের অভিভাবকরা সন্তানদের সুষ্ঠু তারবিয়াত থেকে গাফিল হয়ে থাকে?

যদি বাবা-মা শুধু সন্তানদের থাকা-খাওয়ার চিন্তায় মাশগুল থাকে এবং সন্তানদের আকিদা-বিশ্বাস বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না রাখে?

যদি অভিভাবকরা সন্তানদের বিশ্বাস নির্মাণের জন্য তাদের হাতে শুধু কয়েকটি বই ও লেকচার তুলে দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করে?

যদি আলিমগণ জাতির তরুণদের মানসিকতা গড়নে সিরিয়াস না হয়ে শুধু মাঠে-ময়দানের ওয়াজ ও সাপ্তাহিক আলোচনাকেই যথেষ্ট মনে করে বসে থাকেন?

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের যুবসমাজ কীভাবে সঠিক পথের দিশা পাবে,

যখন তাদের সামনে বাতিলের প্রতি প্রলুব্ধকারী একাধিক বস্তু তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে?

টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেট, নাট্যশালা, অশ্লীল গল্প ও উপন্যাস যখন তাদেরকে নিষিদ্ধ জগতের দিকে ডাকে, তখন আমাদের যুবকরা সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কীভাবে থাকবে?

বাতিলের অনবরত দাওয়াত এবং অভিভাবকদের অবহেলায় প্রত্যাশিতভাবেই আমাদের যুবসমাজ বাতিল মত ও পথকেই বেছে নেয়। নাটক-সিনেমা-সিরিয়াল-গল্প-উপন্যাসে যে রকম জীবনদর্শন দেখানো হয়, সেভাবেই তারা জীবনকে দেখে, সেভাবেই গড়ে ওঠে তাদের মানসিকতা, চিন্তাধারা।

যুবক নতুন শহরে আগমনকারী মুসাফিরের মতো। তার সামনে থাকে একাধিক পথ। কোনটি দিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে, তা জানার জন্য অভিজ্ঞ কাউকে তাকে পথ দেখিয়ে দিতে হয়। তেমনই যৌবনে পদার্পণ করার পর যুবকের সামনেও দৃশ্যমান হয় একাধিক পথ, তখন অভিভাবকদের কর্তব্য হলো, তাকে সঠিক পথটি দেখিয়ে দেওয়া।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এতটা কঠিন ছিল না। কারণ, তখন সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুবকরা আশপাশের পরিবেশ থেকেই ইসলামি চিন্তাধারা ধারণ করে নিত অনায়াসে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সমাজ এমন হয়ে গেছে যে, নতুন প্রজন্ম এখান থেকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে পারে না। তাই আমরা যারা

আমাদের সন্তানদের ইসলামি মানসিকতায় গড়ে তুলতে চাই, তাদের উচিত সন্তানদের সর্বদা কল্যাণের পথে দাওয়াত দেওয়া এবং সিরাতে মুসতাকিমে অটল থাকায় উদ্বুদ্ধ করা।

এ দায়িত্বটি সহজ নয়। কারণ, আমরা যখন তাদের ভালো পথের দিকে ডাকব, তখন হাজারো মন্দ পথের দায়ি তাদেরকে মন্দ পথের দিকে ডাকবে। মন্দ পথের দায়িরা যেদিকে ডাকে, প্রবৃত্তি সেদিকে যেতে চায় বলে তাদের তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু ভালো পথের দায়িরা যেদিকে মানুষদের ডাকে, সেদিকে প্রবৃত্তি যেতে চায় না। তাই ভালো পথের দায়িদের একটু বেশিই কষ্ট হয়। সে বেশি কষ্টের পথটিই আমাদের বেছে নিতে হবে।

আমি তা-ই করার চেষ্টা করেছি। ভালো পথের দিকে আহ্বান করার জন্য মুসলিম যুবসমাজের উদ্দেশে বক্ষ্যমাণ বইটি লিখার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রিয় যুবক ভাই, বইয়ের মূলপাঠে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ জেনে রাখো :

- আল্লাহর অদ্ভুত এক হিকমাহ হলো, ভালো আমল করতে তিনি তার জন্য সাওয়াবের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য ও কর্মোদ্দীপনা দান করেন। অনুরূপভাবে মন্দ আমল করলে গুনাহের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের অবনতি ও অসুস্থতা দেন। এ জন্যই অনেক মন্দ আমলকারী ৩০ বছরের যুবককে ৬০ বছরের বৃদ্ধের মতো লাগে। আবার ভালো আমলকারী ৬০ বছরের বৃদ্ধকে ৩০ বছরের যুবকের মতো লাগে।

- এত দিন যত গুনাহ করেছ, সব থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করো। অতঃপর যখনই সে গুনাহ আবার সংঘটিত হবে, সাথে সাথে আবার ভালোভাবে তাওবার সকল শর্ত অনুযায়ী তাওবা করবে। তাওবা করাকে হালকাভাবে নেবে না। কোনো গুনাহ করে ফেললে সাথে সাথে নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ

'কোনো মুসলিম যদি গুনাহ করে ফেলে, অতঃপর সে অজু করে দুই রাকআত নামাজ পড়ার পর আল্লাহর কাছে ওই গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।'[১]

- প্রিয় ভাই, আল্লাহর কাছেই ফিরে আসো, তিনি শুধু ভালো মানুষদের প্রভু নন, পাপীদেরও প্রভু। হতাশ হয়ো না। কারণ, তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়েও আল্লাহর কাছে যাও, আর আল্লাহর সাথে কখনো শিরক না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। সুতরাং সব সময় আল্লাহর সাহায্য চাও, তাঁর কাছেই আশ্রয় নাও; যেন তিনি তোমার সামনে হিদায়াতের পথ স্পষ্ট করে দেন এবং তার ওপর পরিচালিত করেন।

- তুমি দ্বীন থেকে যতই দূরে সড়ে পড়ো, শেষমেষ তোমার জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। হাসপাতালগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, তোমারই মতো কত যুবক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, সুতরাং তোমার সুস্থতা দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কবরস্থানের দিকে তাকাও, কত যুবক সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা হঠাৎ মৃত্যুর কারণে সেখানে পড়ে আছে, মৃত্যুর জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না!

- কক্ষনো মনে কোরো না যে, যদি তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাহলে চেষ্টা-মেহনত ও অধ্যয়ন ছাড়া এমনিতেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে যাবে; উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং বড় অঙ্কের টাকার মালিক হয়ে যাবে।

  যেহেতু তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাই তোমাকে এর বিনিময় দেওয়া আল্লাহর ওপর আবশ্যিক—এমন মনোভাব যেন কক্ষনো তোমার না হয় প্রিয় ভাই। নিজের আমল নিয়ে এভাবে আত্মপ্রবঞ্চিত হোয়ো না কোনোদিন। এতে তোমার আমল-ইবাদত সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন মনোভাব আসলে রাসুল ﷺ-এর এই হাদিসটি স্মরণ করবে :

وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ

১. মুসনাদু আহমাদ : ৪৭।

'আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না— উভয়কে দুনিয়ার ধনসম্পদ দান করেন, তবে তিনি দ্বীন দান করেন একমাত্র তাকেই, যাকে তিনি ভালোবাসেন।'[২]

- প্রিয় ভাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করো, যদি ইমান না থাকে, তাহলে সে জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের জন্য মোটেই উপকারী নয়। কক্ষনো মনে কোরো না যে, ধনসম্পদ থাকলে আর তাকওয়া-আল্লাহভীতির প্রয়োজন নেই। এই বোধ অনেক মানুষকে দুনিয়ার মোহে ফেলে আখিরাত থেকে উদাসীন করে রেখেছে। টাকাপয়সার পেছনে ছুটিয়ে দিয়ে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

- তাকওয়া, ইবাদত বা অন্য কোনো দিক দিয়ে নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। প্রকৃত অর্থে যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা পাপী লোকদের নিজের চেয়ে তুচ্ছ মনে করে না। তারা সব সময় পাপীদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করে এবং হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

  রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

  بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

  'ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।'[৩]

- নিজের নেক আমল নিয়ে কক্ষনো প্রবঞ্চিত হোয়ো না। কোনো আমল করলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান দাবি করবে না। কেননা, তুমি যতই আমল করো, তোমাকে প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে তিনি দয়া করে আমাদের আমলের ওপর সাওয়াব দিয়ে থাকেন, সে সাওয়াবের আশা রাখতে কোনো অসুবিধা নেই।

- সবার সাথে ভালো আচরণ ও স্বচ্ছ লেনদেন করবে। কারণ, অপরাধীর পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেও অনেক মানুষ তার সাথে মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা করে না। কেউ তোমার সাথে খারাপ আচরণ করলেও তুমি তার

২. মুসনাদু আহমাদ : ৩৬৭২।
৩. সহিহু মুসলিম : ২৫৬৪।

সাথে ভালো আচরণ করবে। সবচেয়ে ভালো আচরণ করবে স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের লোকদের সাথে। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ

'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।'[৪]

- যেখানে দৃষ্টিপাত করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সেখানে দৃষ্টিপাত করবে না। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, 'আল্লাহ বলেন :

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

"দৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তির। যে আমার ভয়ে নিষিদ্ধ স্থানে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকবে, বিনিময়ে আমি তার হৃদয়ে ইমানের স্বাদ আস্বাদন করাব।"'[৫]

- গানবাজনা, নাটক-সিনেমা-সিরিয়াল দেখা এবং অশ্লীল গল্প-উপন্যাস পড়া থেকে বেঁচে থাকবে। জনৈক খ্রিষ্টান মিশনারি বলেন, 'মদের গ্লাস আর গানবাজনা—এ দুই বস্তু মুহাম্মাদের উম্মাহর বিরুদ্ধে যে বিজয় অর্জন করেছে, তা হাজার হাজার তোপ-কামানও করতে পারেনি। সুতরাং এ জাতিকে পরাজয়ের শিকলে আবদ্ধ রাখতে চাইলে তাদেরকে বস্তুবাদ ও যৌনতার ভালোবাসায় নিমজ্জিত রাখো।'

- ফায়দাহীন কাজে নিজের সময় নষ্ট করবে না। জেনে রাখো, যারা ইন্টারনেটে অহেতুক ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে, ফিল্ম দেখে, গান শুনে সময় বরবাদ করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আফসোস করতে হবে।

৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫।
৫. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১০৩৬২।

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

'মানুষের কোনো দল যদি কোথাও বসে, আর সেখানে আল্লাহর জিকির না করে এবং রাসুল ﷺ-এর প্রতি দরুদ পাঠ না করে, তবে এই বৈঠক কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।'[৬]

- যখন তুমি বিয়ে করতে আগ্রহী হবে, তখন রাসুল ﷺ-এর এই হাদিস অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবে :

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

'যে ব্যক্তি কোনো মহিলার মানসম্মান দেখে তাকে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য লাঞ্ছনাই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে তার সম্পদের জন্য বিয়ে করে, আল্লাহ তার দারিদ্র্যই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বংশগৌরব দেখে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা তার হীনতাই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টি সংযত রাখার জন্য, যৌনাঙ্গ পবিত্র রাখার জন্য অথবা আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার জন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর মধ্যে তার জন্য বরকত এবং তার মাঝে স্ত্রীর জন্য বরকত দান করেন।'[৭]

৬. মুসনাদু আহমাদ : ৯৯৬৫।
৭. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ২৩৪২।

- তোমাকে নিয়ে শয়তানকে খুশি হতে দিয়ো না। রিয়া ও সুনামের ফাঁদে ফেলে শয়তান তোমাকে যেন আমলের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে।

  তুমি কি জানো না, একজন ব্যক্তি সদাকা করা সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবে, কিতাল করেও জাহান্নামি হবে? কারণ প্রথমজন সদাকা করেছিল তাকে বিশিষ্ট দানবীর বলার জন্য। দ্বিতীয়জন জিহাদ করেছিল তাকে বাহাদুর বলার জন্য। তারা যা চেয়েছিল, তা তারা পেয়ে গেছে। সুতরাং আখিরাতে তাদের আর কোনো প্রতিদান থাকবে না।

- অন্যদের মানসম্মান ও সময় নিয়ে খেলা কোরো না। কিছু যুবক মোবাইল ফোন নিয়ে সারা দিন পড়ে থাকে। একে ওকে কল দিয়ে তাদের সময় নষ্ট করে। বিরক্তিকর কথা বলে ওপারের লোককে গালি দিতে বাধ্য করে। আর সে গালি শুনে তারা মজা নেয়। কক্ষনো এমন জঘন্য আচরণ করবে না।

- কিছু যুবক আছে, যারা রাস্তার মধ্যে গাড়ি নিয়ে যথেচ্ছা খেলা করে বেড়ায়। অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে ওভারটেক করতে থাকে একের পর এক গাড়ি। কেউ কেউ বন্ধুর সাথে শহরের ব্যস্ত সড়কে রেসিং করে। এমন করে সে মনে করে, দর্শনার্থীরা তাদের দেখে আনন্দ পাচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু না আল্লাহর কসম, তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখে তারা বরং বিরক্ত হয়। তোমাদের এই কাজ পুরুষত্বের পরিচায়ক নয়। যারা আল্লাহকে ভয় করে, কক্ষনো তারা এমন কাজ করতে পারে না।

- ইন্টারনেটে অহেতুক সময় ব্যয় করবে না। মোবাইলে, পিসিতে ভিডিওগেমস খেলে সময় নষ্ট করবে না।

- ভালো লোকদের সাথে বন্ধুত্ব ও ওঠাবসা রাখবে। খারাপ বন্ধুদের এড়িয়ে চলবে। তাদের সাথে ওঠাবসা করবে না।

- ইফরাত (সীমালঙ্ঘন) ও তাফরিত (শিথিলতা) থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কাজ সেটাই, যা তাঁর শরিয়া অনুযায়ী হয়। আল্লাহর কাছে নিয়মিত পালনীয় আমল উত্তম, যদিও তা কম হোক।

- মায়ের খোঁজখবর রাখবে, তার যত্ন নেবে। মাঝেমধ্যে তার হাতে চুম্বন করবে। বুকে জড়িয়ে ধরবে। ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলবে। এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। কারণ, (رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ) 'মাতাপিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত।'[৮]

- কিছু যুবক যেদিন থেকে কঠোরভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে শুরু করে, সেদিন মাতাপিতার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, পরিবারের সাথে রূঢ় আচরণ করে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতে মানুষজন বলতে সুযোগ পায় যে, ছেলেটি ধার্মিক হওয়ার আগে ভদ্র ছিল!

  প্রিয় ভাই, মানুষজন যে এমন কথা বলে, তার জন্য তুমিই সবচেয়ে বেশি দায়ী। কেননা, তুমি এমন অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করনি। আল্লাহ বলেন :

  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

  'আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করাতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।'[৯]

- আচার-আচরণের মাধ্যমে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার কারণে তোমার মাঝে প্রশান্তি ও শৃঙ্খলা এসেছে। দ্বীন তোমাকে নৈতিক ও ভদ্র করে তুলেছে। ইতিপূর্বে রূঢ়তা ও অবাধ্যতা যদি তোমার স্বভাব হয়ে থাকে, ইসলাম অনুশীলন করার পর থেকে তুমি হয়ে যাবে শান্তশিষ্ট ও অনুগত সন্তান। যখন পিতা অনির্দিষ্টভাবে কাউকে ডাকবেন, তুমিই প্রথম তার ডাকে সাড়া দেবে। মা যদি কোনো কিছু চায়, তুমিই প্রথমে তার চাওয়া পূরণ করতে ছুটে আসবে। পরিবারের কেউ যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, সর্বপ্রথম তুমিই তার পাশে দাঁড়াবে।

৮. শুআবুল ইমান : ৭৪৪৬।
৯. সুরা লুকমান, ৩১ : ১৫।

এভাবে কর্মের মাধ্যমে তাদেরকে ইমানের মিষ্টতার প্রতি দাওয়াত দেবে এবং নিজেকে ও পরিবারের সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।'[১০]

পরিবারের যে সদস্যটি তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করো। তার সাথে ঝগড়া কোরো না। তার সামনে বড় আওয়াজে কথা বোলো না। ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাকে আল্লাহর দ্বীনের পথে দাওয়াত দাও।

আর যে সদস্যটি তোমাকে পছন্দ করে এবং তোমার মতো হতে চায়, সে যদি বয়সে তোমার বড় হয়, দ্বীনের পরিসীমার মধ্যে থেকে তার সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। বয়সে ছোট হলে তাকে স্নেহ-ভালোবাসায় আগলে রাখবে। যথাসম্ভব তার যত্ন নেবে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখবে। অকৃপণচিত্তে তার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করবে। তার বন্ধুদের সাথে পরিচিত হবে, তাদের সাথে কঠোর কথা বলবে না। তার সাথে যখন বন্ধুরা দেখা করতে তোমার বাড়িতে আসবে, তুমি নিজেই তাদের আদর-আপ্যায়ন করবে।

এমনই ছিল রাসুল ﷺ-এর দাওয়াতি পদ্ধতি। তাঁর ওপর যখন সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হলো, তিনি সবার আগে খাদিজা ﵂-এর কাছে গেলেন। তাঁকে তাঁর অবস্থার কথা বোঝালেন। এতে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ইমান আনয়ন করলেন। অতঃপর এই দাওয়াত নিয়ে গেলেন তাঁর সাথে একই ঘরে থাকা চাচাতো ভাই আলি বিন আবু তালিবের নিকট। অতঃপর ইসলামের পরিধিকে আরও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রিয় বন্ধু আবু বকরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

১০. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৬।

- পরিবারের মেয়েদের সাথে ভালো আচরণ করবে। সবদিক দিয়ে তাদের উপকার করার চেষ্টা করবে। তারা যদি ইসলামি অনুশাসনের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে তাদের নামাজ ও পর্দার গুরুত্ব বুঝিয়ে দাওয়াত দেবে। তাদের সাথে বসে কথাবার্তা বলবে। রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ, মহিলা সাহাবিগণসহ অন্যান্য পুণ্যবতী রমণীদের জীবনী আলোচনা করবে। এদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকেই যদি সঠিক পথে আনতে পারো, তাহলে পুরো একটি পরিবারকেই যেন সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হলে। কারণ, তোমার এই বোন ভবিষ্যৎ মা। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে উঠবে একটি আদর্শ প্রজন্ম।

- কিছু যুবক—তাদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই—এমন আছে যে, তারা ইসলামের সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করতে না করতে এক হাতে তাকফিরের সিলমোহর, অপর হাতে জান্নাতের চাবি নিয়ে বসে যায়। অতঃপর দাওয়াতের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য না বুঝে লোকদের দাওয়াত দিতে শুরু করে। যে-ই তার দাওয়াত গ্রহণ করবে না, তাকে দ্বীন থেকে খারিজ করে দিয়ে তাকফিরের সিলমোহর মেরে দেয়।

  অতঃপর জান্নাতের চাবির মালিকের মতো কসম করে ঘোষণা দেয়, তারা কক্ষনো জান্নাতে যাবে না। তারপর তাদের ছেড়ে দিয়ে অন্যদের দাওয়াত দেওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। এভাবে প্রায় সকল মানুষকে সে কাফির আখ্যা দিয়ে শান্তির ঘুম ঘুমায় আর মনে করে, তার প্রতি আল্লাহ ও দ্বীনের পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব ছিল, তা আদায় হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একাকী জীবনযাপন করে।

- আর কিছু যুবক একটিমাত্র হাদিস বা কুরআনের একটি আয়াতের তাফসির পড়ার পর মনে করে, ইসলামি জ্ঞানের বিশাল সম্ভার তার হাতে ধরা দিয়েছে। ফলে সে দৃষ্টিভঙ্গিকে সবখানে সবার মাঝে প্রচার করতে থাকে। এমনকি ধার্মিক লোকদেরও ভুল ধরতে শুরু করে সে। নিজের স্বল্প জ্ঞানকে পরিপূর্ণ মনে করে নিজের মতের ওপর অটল থাকে। ফলে তার কারণে যুবকদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে।

- তোমার অন্তরে কখনো দুনিয়ার ভালোবাসাকে জায়গা দেবে না। যত কাজ করবে, সব ইসলামের উন্নতির স্বার্থে করবে। ধনসম্পদ, পদ-পদবি অর্জনের জন্য করবে না। মনে রাখবে, দুনিয়া মুসলিমদের হাতে শোভা পায়, অন্তরে নয়।

- অনেকে মনে করে, দুনিয়াবিমুখতা মানে বঞ্চনা ও দরিদ্রতাকে বরণ করা এবং দুনিয়া থেকে একদম দূরে থাকা। এমন ধারণা চরম পর্যায়ের ভুল। দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত অর্থ হলো অন্তরকে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে মুক্ত রাখা। যে 'মিসকিন' বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, ইবনুল কাইয়িমের ভাষ্য অনুযায়ী তার অর্থ সহায়সম্বলহীন লোক নয়; বরং তার অর্থ হলো, যার হৃদয় আল্লাহর প্রতি বিনম্র ও নত। এ অর্থ অনুযায়ী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিও আল্লাহর প্রিয় 'মিসকিন' হতে পারে। তার জন্য গরিব ও নিঃস্ব হওয়া শর্ত নয়।

- কিছু মুসলিম যুবক মনে করে, দ্বীনদার হওয়া মানে দুনিয়া থেকে একদম বিমুখ হয়ে যাওয়া। ফলে তাদের কেউ কেউ দ্বীনদার হতে গিয়ে নিজের শরীর, পোশাক-আশাক ও বেশভূষার এমন দৈন্য হাল করে বসে, যা দেখে অনেক লোক দ্বীনদারিকে ভয়ের চোখে দেখতে শুরু করে। অথচ মুসলিমকে পুরো মানবজাতির সৌন্দর্যতিলক হতে হবে। সবদিক দিয়ে তাকে মানবসমাজের আদর্শ হতে হবে। তার কাপড় হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দেহ থেকে ছড়াবে সুন্দর সুঘ্রাণ, চেহারা হবে সদা হাস্যোজ্জ্বল।

- দুনিয়াকে আমরা সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেবো না। দুনিয়া থেকে শুধু তারাই উপকৃত হবে, দুনিয়ার কীর্তিমান ও সফল লোকগুলো শুধু তাদের মধ্য থেকেই হবে, ইসলাম কক্ষনো এটা চায় না।

  সুতরাং যদি তুমি একজন ছাত্র হও, তাহলে আমাদের একজন কীর্তিমান মুসলিম ছাত্রের প্রয়োজন। যদি তুমি একজন ডাক্তার হও, তাহলে আমরা একজন সুদক্ষ মুসলিম ডাক্তারের অপেক্ষায় আছি। অনুরূপভাবে আমরা চাই আমাদেরই মুসলিমদের থেকে গুণী অধ্যাপক, নামকরা ব্যবসায়ী, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী প্রভৃতি সৃষ্টি হোক।

- পাশাপাশি আমাদের প্রয়োজন এমন আধ্যাত্মিক নেতাদের, যারা ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে আমাদের অন্তরের ময়লা দূর করবেন। কারণ, জান্নাতে যেতে হলে আমাদের এমন অন্তর প্রয়োজন, যাতে থাকবে না পাপাচারের কদর্যতা এবং যে অন্তর হবে আল্লাহর ভয়ে ভীত।

***

যুবকদের নিয়ে কথা বলেছে, এমন বই মার্কেটে প্রচুর আছে, তবে সরাসরি যুবকদের সম্বোধন করা হয়েছে এমন বই খুব একটা নেই।

একদিন আমি হিমস নগরীর নামকরা লাইব্রেরি 'মাকতাবাতু উলওয়ান'-এ গেলাম। সেখানে অনেক যুবকদের দেখলাম, তারা লাইব্রেরিতে এমন বইয়ের সন্ধান করছে, যেখানে যুবসমাজের সমস্যাবলির সমাধান দেওয়া আছে।

তখন লাইব্রেরির স্বত্ত্বাধিকারী প্রিয় ভাই বাসসাম—মরহুম আহমাদ উলওয়ানের বংশধর—আমাকে বললেন, 'আপনি "আসয়িদ নাফসাকা ওয়া আসয়িদিল আখারিন" এবং "কাইফা তুরাব্বি আবনাআকা ফি হাজাজ জামান"-এর মতো যুবসমাজকে সম্বোধন করে নতুন কোনো বই লিখছেন না কেন?'

বইয়ের দোকানে যুবকদের এমন বই খুঁজে বেড়ানো এবং ভাই বাসসামের অনুরোধ আমাকে বক্ষ্যমাণ বইটি লিখতে প্রেরণা জুগিয়েছে। হৃদয়ের সবটুকু ইখলাসকে পুঁজি করে, যুবসমাজের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে, হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে বইটির প্রতিটি অক্ষর লেখার চেষ্টা করেছি। আশা করি, বইটি যুবসমাজকে হিদায়াত ও সফলতার পথ চিনিয়ে দিতে প্রদীপের ভূমিকা পালন করবে।

তবে প্রিয় ভাই, সম্ভবত বইটিতে একটু বেশিই উপদেশ দিয়ে ফেলেছি তোমাকে। কিন্তু কী করব বলো? আল্লাহ এবং রাসুল ﷺ-ও যে মুমিনদের কল্যাণে তাদের উপদেশ দিতে একটুও কার্পণ্য করেননি। আমি তাঁদের উপদেশের নির্যাস তোমার সামনে তুলে ধরেছি মাত্র। এর পেছনে তোমার কল্যাণ কামনা ব্যতীত আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়।

তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা বক্ষ্যমাণ বইয়ের উপদেশসমূহ মানা না মানার ব্যাপারে। তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ও রাসুল ﷺ-এর যে উপদেশগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে, যদি সে অনুযায়ী তুমি আমল করতে পারো, তাহলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে তুমি সুখী ও সফল হবে। আর যদি বিমুখতা প্রদর্শন করো, তাহলে উভয় জাহানে তোমার দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই নেই।

হে আল্লাহ, বইটিকে পাঠক, লেখক, প্রকাশক সবার জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। কিয়ামতের দিন বইটিকে আমার আমলনামায় সাওয়াব হিসেবে যুক্ত করুন।

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে রহমত ভিক্ষা চাই। এর দ্বারা আপনি আমার মনকে হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করুন, আমার সকল কাজ গুছিয়ে দিন, আমার অগোছালো অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে দিন, আমার অজানাকে সংশোধন করে দিন, আমার জানাকে আরও উন্নত করুন, আমার কাজকর্ম পরিচ্ছন্ন করে দিন, সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দিন এবং সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আমাকে হিফাজত করুন।

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

১৪ জুমাদাল আখিরাহ, ১৪২২ হিজরি
২০ জুলাই, ২০০৫ ইসায়ি
হিমস